বন্ধুত্বের পরিচয়

RANGEEN
KHIDKI

RANGEEN
KHIDKI

Rangeen Khidki Foundation একটি নারীবাদী এবং যুব সম্প্রদায় কেন্দ্রিক সংস্থা, যারা মূলত যুবক যুবতী এবং মহিলাদের নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক ও গঠনমূলক কাজকর্ম করে থাকে। যেমন পিরিয়ড আড্ডা, আমার শরীর আমার অধিকার, SRHR প্রভৃতি। যাদের উদ্দেশ্যে হল উল্লেখ্য কার্যাবলী দ্বারা যুব সমাজ, যুবতী ও মহিলাদের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রদান করে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

ডিজিটাল মিডিয়া এখন এমন একটি মাধ্যম যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রত ভাবে জড়িয়ে আছে। সর্বোত্তম তথ্য প্রদানকারী এই মাধ্যম আমাদের প্রতিনিয়ত বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সাহায্য করছে। কিন্তু উন্নত প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার না জানলে তা আমাদের জীবনে ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলতে বাধ্য। বিভিন্ন সময়ে আমরা সাইবার(Cyber crime)ক্রাইম বা অপরাধ অথবা ইন্টারনেটে সামাজিক মাধ্যমে অন্যকে উত্যক্ত (Cyber Bullying)করার ঘটনা জানতে পারি। এখানে একটি সুন্দর গল্পের মাধ্যমে আমরা এই জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করবো আর সাথে সাথে এই সমস্যার মোকাবিলা করার কিছু সহজ উপায় জেনে নেব। পাখি এবং নেহা দুই বন্ধু এই গল্পের দুটি চরিত্র। এখানে পাখি একটি সাইবার বুলিং জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং নেহা তাকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য দিয়ে সাহায্য করে তার সমস্যার সমাধান করে। এই ছোট্ট গল্পের মধ্যে দিয়ে আমরা ইন্টারনেট ও বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন যেমন ফেসবুক, টুইটার, ইন্সটাগ্রাম, হোয়াটস্যাপ প্রভৃতি যা মানুষ এখন বহুল পরিমাণে ব্যবহার করছে, এবং এগুলোতে তারা কিভাবে নিজেদেরকে নিরাপদে রাখবে, কোন রকম বিপদের সম্মুখীন হলে কি ভাবে মোকাবিলা করবে, বিভিন হেল্প লাইনের ব্যবহারিক তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

হ্যালো নেহা , আমার একটা সমস্যা হয়েছে, তুই কি আমাকে একটু সাহায্য করতে পারবি?
হ্যাঁ পাখি, অবশ্যই চেষ্টা করবো।

কিছু সময় পর নেহার বাড়ি
কি রে পাখি, তোকে এত চিন্তিত লাগছে কেন? আয় এখানে বোস, এবার বলতো তোর কি হয়েছে?

আরে আর বলিস না, আমার এক বন্ধু আমার ফেসবুকের পাসওয়ার্ড চাইছে। আর আমি ওকে পাসওয়ার্ড দিতে না চাওয়ায় আমার একটা গোপনীয় ছবি স্ক্রিনসট নিয়ে রেখেছে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছেড়ে দেবে বলে। এই ভাবে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে আর উত্যক্ত করছে। এখন আমি কি করবো কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। প্লিজ আমাকে হেল্প কর তুই।

হ্যাঁ, আমি কিছু পদ্ধতি জানি যেটা ব্যবহার করলে তুই সোশ্যাল মিডিয়ার থেকে নিজেকে কিছুটা সুরক্ষিত রাখতে পারবি।

তুই যদি তোর প্রোফাইল ফটো সবাইকে দেখাতে না চাস তবে whatsapp এর settings এ গিয়ে > Privacy > Profile photo > My contacts / My contacts except / Nobody তে click করে প্রোফাইল ফটো hide বা লুকিয়ে রাখতে পারিস। এটা করলে তোর ছবি কেউ কোন অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারবে না।

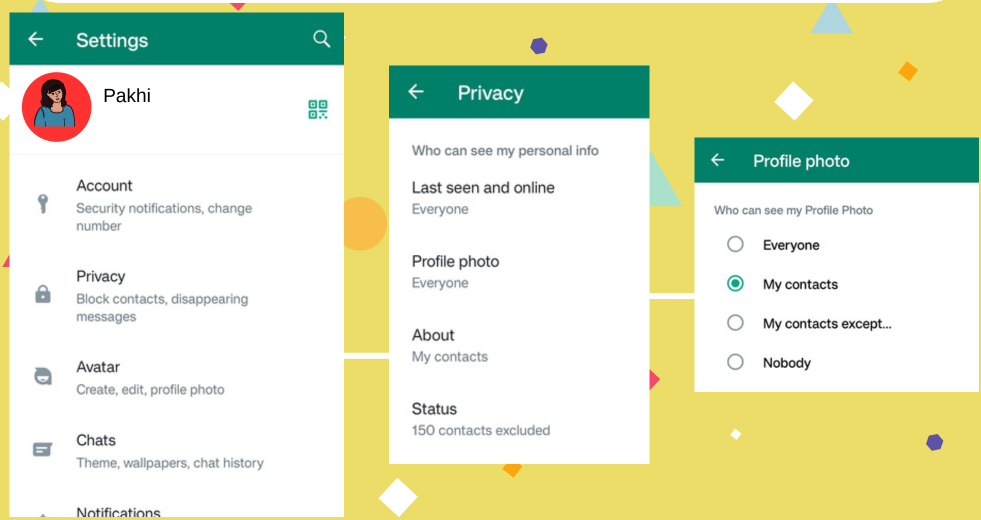

ঠিক এরকম ভাবেই তুই status privacy তে গিয়ে status privacy > My contacts / My contacts except /only share with করে রাখতে পারিস।

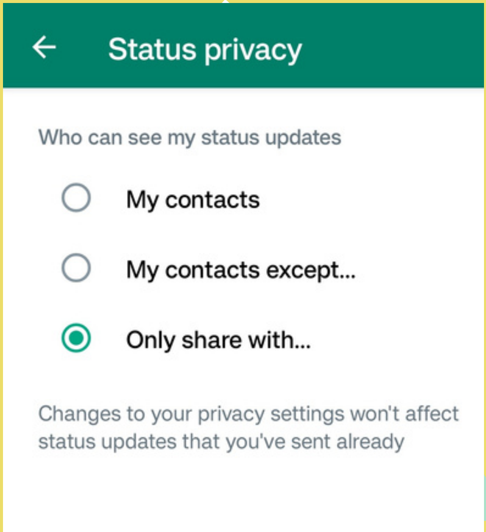

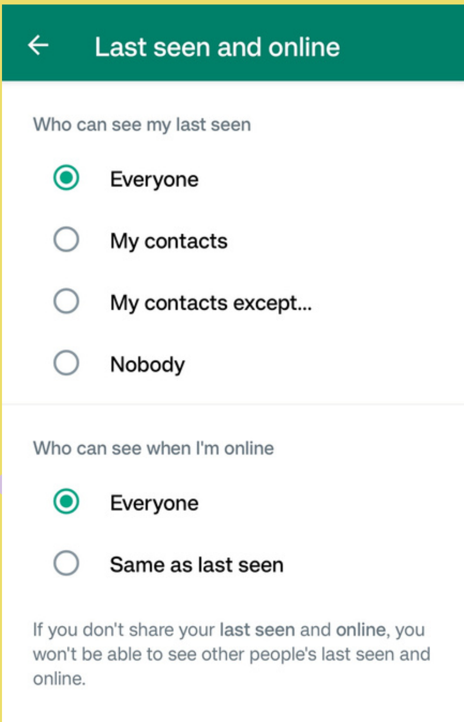

Last seen যদি off রাখতে চাস তবে তুই settings এ গিয়ে last seen and online > everyone/ My contacts / Nobody করে রাখতে পারিস। আর তুইও তার last seen বা সে on নাকি দেখতে পাবিনা।

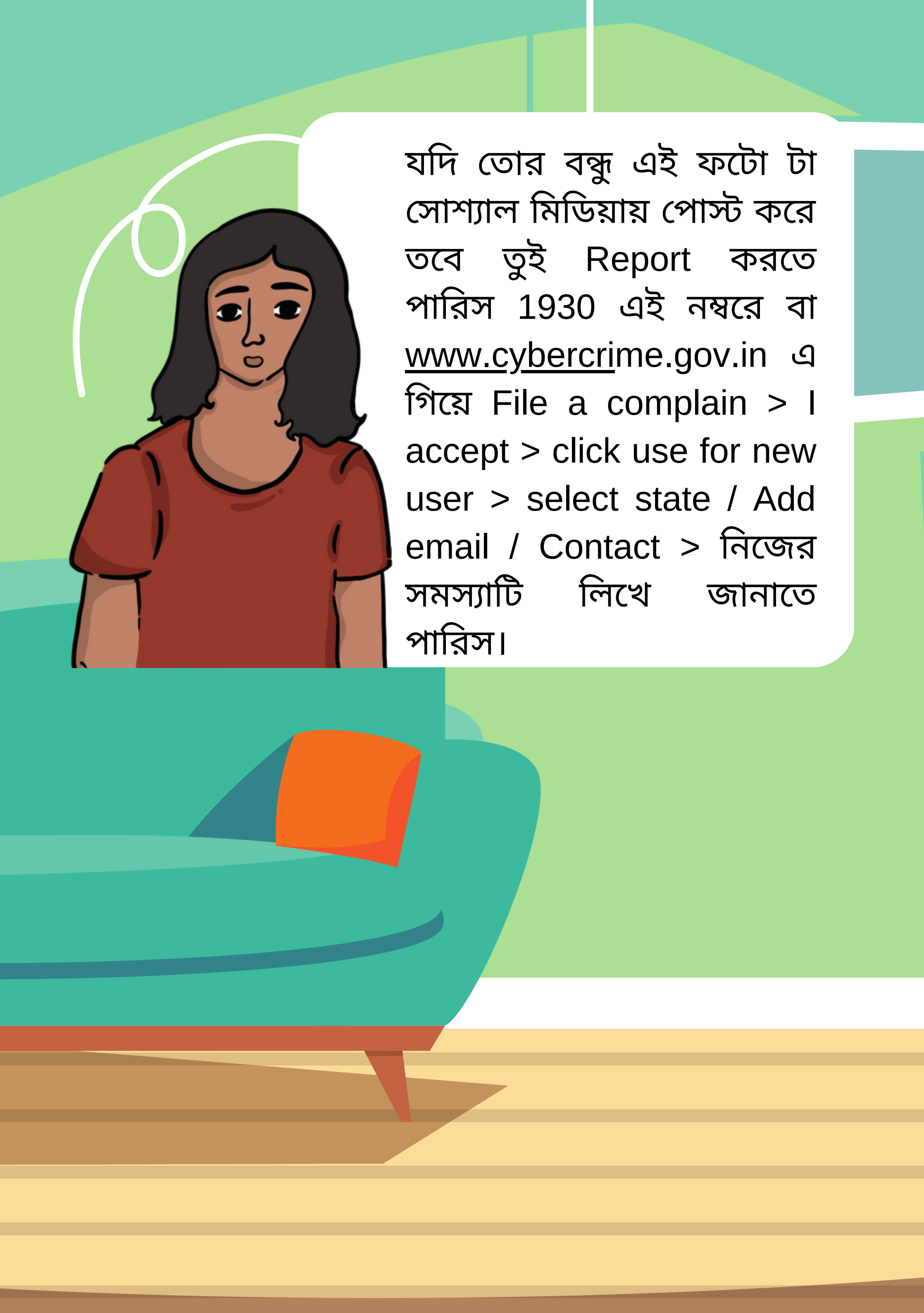
যদি তোর বন্ধু এই ফটো টা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তবে তুই Report করতে পারিস 1930 এই নম্বরে বা www.cybercrime.gov.in এ গিয়ে File a complain > I accept > click use for new user > select state / Add email / Contact > নিজের সমস্যাটি লিখে জানাতে পারিস।

Thank you নেহা। তোর সাথে কথা বলে আমি অনেক কিছু জানতে পারলাম। এবার থেকে আমি সচেতন হব আর এই পদ্ধতি গুলো ব্যবহার করে নিজেকে সুরক্ষিত রাখবো।

এই গল্প অঙ্কিতা নস্কর দ্বারা চিত্রিত, গল্পটি লিখেছেন রিয়া মন্ডল, প্রিয়াঙ্কা ধারা , বর্ষা মন্ডল এবং শতরূপা নস্কর।

বন্ধুত্বের পরিচয়

RANGEEN
KHIDKI

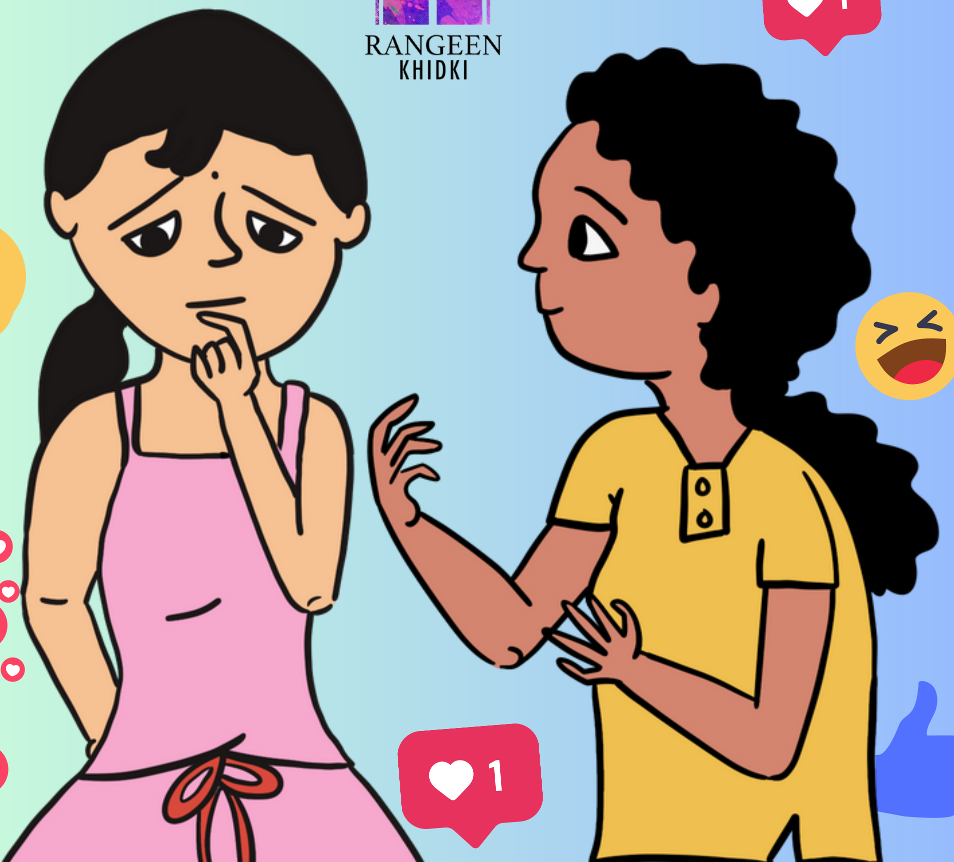

সোশ্যাল মিডিয়া এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যোগাযোগের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম যা আমাদের প্রতিনিয়ত নতুন কিছু শিখতে সাহায্য করে, আমাদের জীবনের সুন্দর মুহূর্তগুলো ছবি বা ভিডিওর মাধ্যমে বন্ধু তথা গোটা বিশ্বের সাথে ভাগ করে নিতে পারি। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটারে পোস্ট করতে পারি। কিন্তু আনন্দ মুহূর্ত ভাগ করতে গিয়ে আমরা কখনো কখনো অজান্তেই নিজেদের নিরাপত্তার আপস করে ফেলি।
তাই ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করার সময় আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে
আমরা কতটা ব্যাক্তিগত তথ্য দিচ্ছি, কার সাথে সেয়ার করছি, এটি কতটা নিরাপদ এবং প্রয়োজনে আমরা কিভাবে ব্যাবস্থা নিতে পারি।
এই গল্পে আমরা দেখবো ইয়াভানা নামে মেয়েটি কিভাবে তার বন্ধুর সাহায্যে একটি কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করে এবং আমরা যদি এই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হই তবে আমাদের কি করা উচিত।

কি রে ইয়াভানা, তুই এসব কি ফটো পোস্ট করছিস সোশ্যাল মিডিয়ায়?
কই না তো, গত কয়েকদিনের মধ্যে আমি তো কোনো ফটো পোস্ট করিনি।
এই দেখ, এগুলো কি তবে?

এমা, কিভাবে পোস্ট হলো এই ফটো গুলো! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।
তুই কি কখনো private ফটো তুলেছিলিস?
হ্যাঁ তুলেছিলাম, কিন্তু ডিলিটও করে দিয়েছিলাম।
আমার মনে হয়, তোর ফোন, Instagram - এই গুলো hack হয়ে গেছে।
এবার কি হবে আমার? এর থেকে বেরোনোর কোনো উপায় তোর জানা আছে?

হ্যাঁ, তুই এই গুলো করতে পারিস -
তুই প্রথমেই নিজের Account এর password change কর।

Strong password দিতে হলে কিছু বড় হাতের অক্ষর , কিছু ছোট হাতের অক্ষর , নম্বর, #@* জাতীয় সাইন ব্যবহার করতে পারিস । কখনও নিজের নাম , জন্মদিন বা ফোন নম্বর কিছু password হিসাবে দিবি না।

Two step verification process on কর।
settings and privacy তে গিয়ে Account centre এ ক্লিক করে password and security- এ গেলেই Two factors authentication দেখতে পাবি।

অন্য account থেকে report কর ওই account টা তে।

এটাকে cyber crime বলে। তুই 1930 নম্বরে কল করে নিজের সমস্যা গুলো জানতে পারিস।

এছাড়াও আরও একটা উপায় আছে।

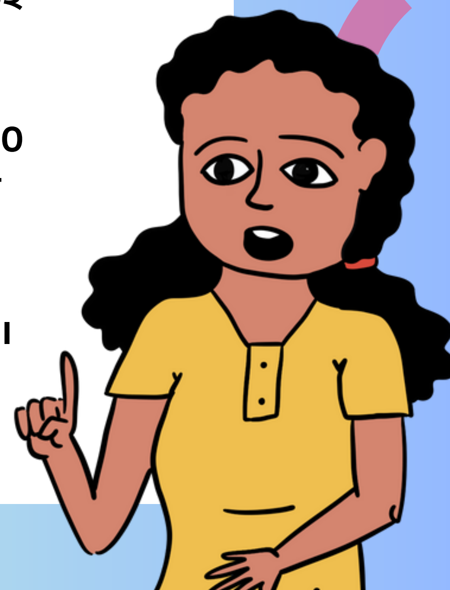

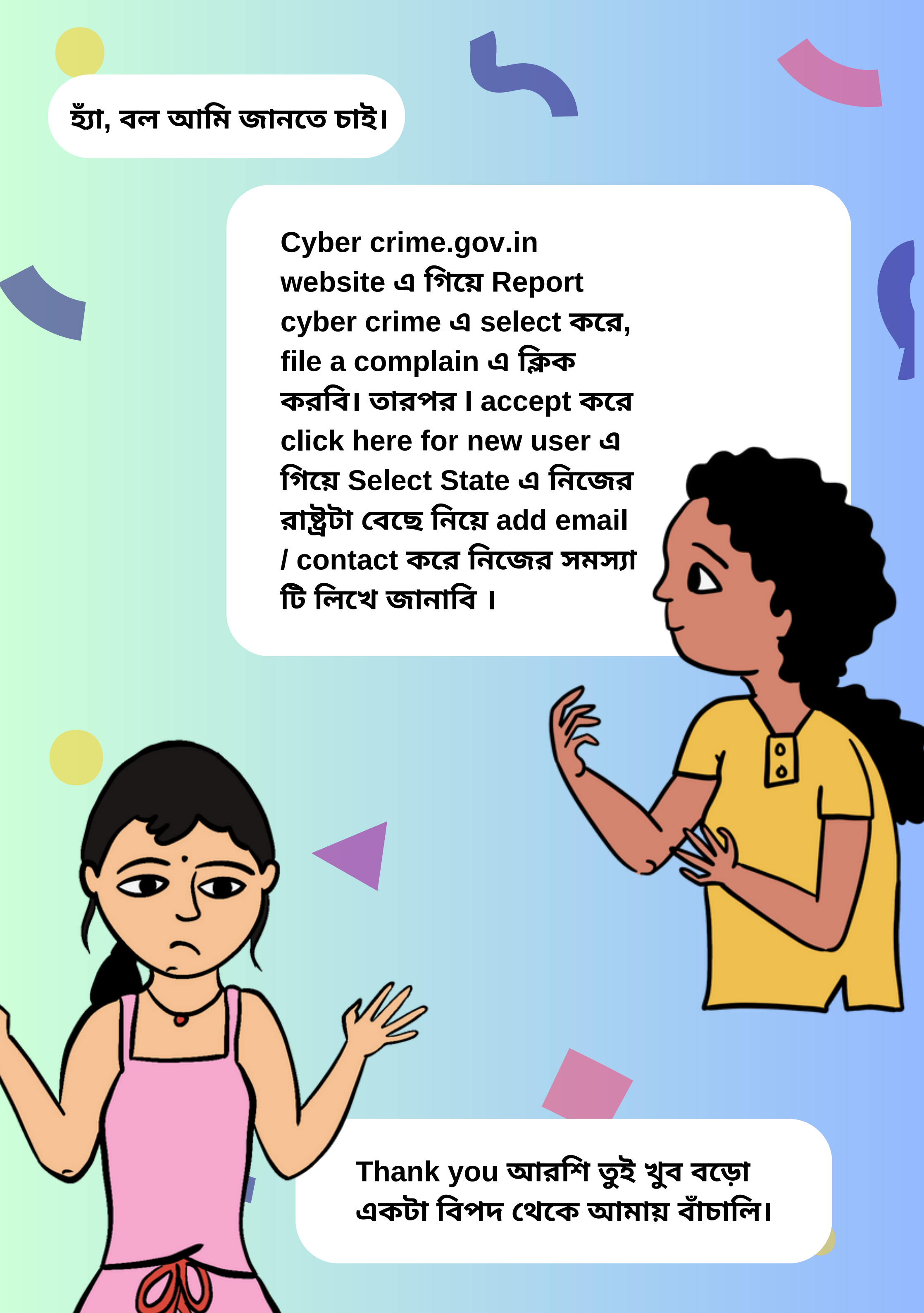
হ্যাঁ, বল আমি জানতে চাই।
Cyber crime.gov.in website এ গিয়ে Report cyber crime এ select করে, file a complain এ ক্লিক করবি। তারপর I accept করে click here for new user এ গিয়ে Select State এ নিজের রাষ্ট্রটা বেছে নিয়ে add email / contact করে নিজের সমস্যা টি লিখে জানাবি ।
Thank you আরশি তুই খুব বড়ো একটা বিপদ থেকে আমায় বাঁচালি।

রং-তুলি একটি তরুণীদের দল যারা Rangeen Khidki তৈরি করেছে। তারা ২০২১ সাল থেকে মাসিক, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, অধিকার সম্বন্ধিত বিষয় নিয়ে কাজ করে চলেছে। এই কমিক্স গুলো বানানোর একটাই উদ্দেশ্যে, যাতে নিজের স্বাস্থ্য ও অধিকার নিয়ে সবাই সচেতন হয়, তরুণী ও যুব সমাজ, নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারে, আর এই তথ্য গুলো যেন বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে যেতে পারে।

এই গল্প বর্ষা মন্ডল দ্বারা চিত্রিত এবং গল্পটি লিখেছে তৃষা নস্কর , নয়না মন্ডল এবং সুদেষ্ণা হালদার।